

পূজার ডালি

শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী

ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
২৭নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩৩৫

বার আনা মাত্র।

—প্রকাশক—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং

২৭নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সুধীর প্রেস

মুদ্রাকর—এস, সি, দে

৫।১, রামচাঁদ নন্দীর লেন,

কলিকাতা।

ভূমিকা

"পূজার ডালি" নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকখানি পড়িলাম। লেখক তরুণ-বয়স্ক,—তাঁহার রচনায় উদ্দীপনা ও সরসতা আছে, ছন্দের উপর এখনও খুব দখল হয় নাই। তরুণের উদ্যম হিসাবে বইখানি আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে—ইঁহার মনে নির্ভরতার ভাব আছে, সুতরাং ভগবান সম্বন্ধীয় কবিতা কয়েকটি সদ্যঃ প্রস্ফুট জুঁই ফুলের মত তাঁহার অর্ঘ্য রচনা করিয়াছে। কোন কোন কবিতার জ্বলন্ত তেজ—বর্ত্তমান তরুণদলের প্রলয়ঙ্করী লীলার সূচনা দিতেছে; সাবধানী সমালোচক এই কবিতাগুলিতে আরও একটু সংযমের প্রয়োজন অনুভব করিবেন। কিন্তু তরুণের লেখা যদি কিছু কাঁচা হয়—যদি তাহাতে খানিকটা বেশী উত্তেজনা বা অপরিণতির লক্ষণ থাকে—তবে তাহা স্বাভাবিক, তাহা কাল শোধরাইয়া লইবে—সমালোচনার কাঁচি দিয়া সেগুলি কাট ছাঁট করিলে আসল জিনিষটার মূল্য কমিবে বই বাড়িবে না—এই লেখাগুলির কবি কিশোর বয়স্ক, কৌমার্য্যের স্নিগ্ধতা,—স্ফূর্ত্তি, আনন্দ ও আবেগে কবিতাগুলি বহিয়া চলিয়াছে,,তাহা দোষেগুণে কৌমার্য্যেরই নিজস্ব—সুতরাং তাহা তৃপ্তিদায়ক। লেখক ভবিষ্যতে কবিতা লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

প্রকাশকের নিবেদন

পুস্তকখানি তাড়াতাড়ি বাহির করিবার জন্য এবং প্রেসের অমনোযোগীতায় কতকগুলি ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া বাধিত করিবেন।

পাঠকপাঠিকাগণের অনুগ্রহে যদি দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার সৌভাগ্য হয় তাহা হইলে এই সমস্ত ত্রুটী বিচ্যুতি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার ইচ্ছা রহিল। নিবেদনমিতি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রীতি-উপহার

শ্রী..

....

....

....

.... {

সূচী।

পূজার ডালি।

[১]

তোমার দেওয়া এ মহাভার বইব কেমন ক'রে
শক্তি তুমি নাই বা দিলে যদি।
তোমার দেওয়া হাসি কান্না সইব কেমন ক'রে
মোর উপরই থাক্‌ল যদি সবি।

চেয়ে দেখ নীল আকাশে
ধীর শান্ত ম্লান হাসে
পশ্চিমেতে ঐ যে ডোবে রবি।
খেয়া ঘাটে দেখ চেয়ে
ঘাট ছেড়ে ঐ চল্‌ছে বেয়ে
পারের মাঝি যাত্রী নিয়ে সবি।

হেথায় এমন অন্ধকারে তোমার পানে চেয়ে
আর কত কাল থাক্‌ব বল ব'সি।
ঐ যে হোথা দেখ চেয়ে অস্ত রবির পানে
পড়্‌ছে ঢলি আকাশ হ'তে খ'সি॥

[২]

গানের মাঝে কাঁদার বাণী কেনই ভেসে আসে ?
দুঃখ কেন ফুটিয়া উঠে শিশুর কলহাসে ?
কেন আমার হিয়ার তলে তোমার দেওয়া গান
ঝঙ্কারিছে কেবল ব'সি বেহাগেরি তান ?
বসুমাতার বক্ষ নীচে কিসের গোপন দুঃখ ?
কিসের ভারে এমন করে ভরে আমার বুক ?
ধরা যখন শিশুর মতন নাচে মোহন বেশে.
সুদূর থেকে আসে কেবল গানেরি সুর ভেসে।
তখনও মোর মনের মাঝে কোন্ অজানার সুর,
বয়ে আনে গানের কথা দুঃখে ভরপূর।
জানি না হায় কৈশোর মোর স্বর্ণস্বপ্ন নিয়ে,
যৌবন না যেতে যেতে অচীন পরশ দিয়ে,
হিয়ার আমার মুক্ত দুয়ারে কীলক দিল ঠাসি'
তাই ত আমার পরাণ কাঁদিছে অশ্রু সাগরে ভাসি ॥

[৬]

তোমায় আমি কেমনে পাব খুঁজে
চৌদিকে মোর এমন অন্ধকার।
তোমার পরশ বুঝ্‌ব কেমন করে
হিয়ার আমার রুদ্ধ যে সব দ্বার।

নিশীথ রাতে অন্ধকারে সুপ্ত যখন সবে
শ্বন-শ্বনিয়ে বাতাস বহে যবে,
ভাবি আমি গাইছে যেন তোমার আগমনী,
শুক্‌নো পাতার পতন শব্দ তোমার নূপুর ধ্বনি।
কিন্তু যবে জেগে উঠি ভেঙ্গে, স্বপন ঘোর,
চেয়ে দেখি শুধুই আঁধার হয় নি ত'রে ভোর॥

———

[৪]

আমার পরাণ তরীর পালে পালে
দখিণ বাতাস লেগেছে রে।
কোন্ অজানার আকুল আহ্বান
আমার প্রাণে পশেছে রে।

আজ, কাহার যেন গানেরি সুর
গাছের বকুল ঝুর ঝুর ঝুর
পড়্ছে ভূঁয়ে, ছন্দে ভরি
নিখিল জগৎ গানের সুরে।
আমার পরাণ তরীর পালে পালে
দখিণ বাতাস লেগেছে রে।

ধরা যেন আমার তরে
ফলে ফুলে গেছে ভরে,
আমার কণ্ঠে সুর মিলায়ে
বন বিহঙ্গ গাইছে রে।
আমার পরাণ তরীর পালে পালে
দখিণ বাতাস লেগেছে রে ॥

[৫]

আমি নিশি দিন যারে চাই
তারে নাহি পাই নাহি পাই গো।
আমি এত গান গাহি আপনার মনে
নাই হেন কেহ কুড়ায় যতনে,
আমার আপনার মাঝে আপনি ফুটিয়া,
বেলা শেষে ঝরে যায় গো।
দখিণের হাওয়া বহিয়া বহিয়া
কারে ডেকে যায়, যায় গো।
আমি, আপনার মনে গেয়ে যাই গান
নাহি জানি তার তান লয় মান।
শুধু আপনার মাঝে বিভোর হইয়া
কাহারে খুঁজিয়া মরি গো॥

[৬]

আজ বাঁধন-হারা মনের কোণে
কে গান গেয়ে যায় !
মোর এই দিশে-হারা পরাণ তলে
কী সুর দিয়ে যায়।
আজ, দখিণ বায়ুর পাখা
পুষ্প-রেনু মাখা
আজ, ফুলের বনে বেলা, যুতী জুঁই,
হেসে ঢলি পড়ি যায়।

আজ বাঁধন ছিঁড়িয়া ফুলের কুঁড়িটী
আকাশে মেলিছে চোখ্।
গুঞ্জনে অলি বাগান ভরিছে
কোথায় তাহার রোখ্!
আজ দশদিশাদিশি ভরি
চাঁদিমা হাসিছে মরি,
আজ, কুসুম গন্ধে মাতাল হইয়া
অলি কি গাহিছে হায় ॥

---

[৭]

আমায় তুমি কোল পেতে দাও।
ঝঞ্ঝনা ভরা তামসী রাতে
আমার পানে চোখ তুলে চাও।

ভিতর বাহির আজকে আমার
শুধুই কেবল গভীর আঁধার
আজ, তোমার পানে হাত পেতেছি
তুমি, আমার পানে হাত বাড়াও।

আমার আপন ছিল যারা
আজি সব ত্যজেছে তারা
হেথায় শুধুই তুমি শুধুই আমি
এসো তুমি হৃদয় স্বামী
গভীর ক'রে আলিঙ্গনে
আমার বক্ষ ভরে দাও॥

---

[৮]

ওরে তোরা আনন্দ গান কর
আজি আনন্দ গান কর।
আজ এসেছে মোর বর
ওরে আজ এসেছে মোর বর।

এস কুল-বঁধূ সাজাও অঙ্গন
ছিন্ন কর হে সকল বন্ধন
আজি. বেড়ি লতাজাল সাজাও সাজাও
সাজাও গো মোর ঘর।
তোরা আনন্দগান কর
আজি আনন্দ গান কর।

বকুল তলার আঁশে পাশে
কুমুদ গন্ধ ভেসে আসে
আজ. ফুলের বাগান উজাড় করে
গাঁথ রে মালা গাঁথ।

বঁধূ আমার বস্‌বে কোথা
কোথায় পূজক কোথায় হোতা
ও তোর, আঁচলখানি দেরে পেতে
পাত রে আঁচল পাত।

কোথায় ওরে কুসুম মাল্য
কোথায় অর্ঘ্য পাদ্য ?
কোথায় তাঁহার বসন ভূষণ
কোথায় বাজনা বাদ্য ?

কিছুই যদি নাহিরে তোমার
কী দিয়ে পূজা কর্‌বি তাঁহার
ও তাঁর চরণ খানি ধোয়ায়ে দিতে
কোথায় অশ্রুজল।

কহ তোমার মনব্যথা
বল হে নাথ পাব কোথা
যা দাওনি তুমি আপন হাতে
শুধু, এই ত হে সম্বল

আর কিছু যদি নাহি থাকে
এগিয়ে তুমি দাঁড়াও।
অশ্রু ধারায় সিক্ত ক'রে
বঁধূর চরণ ধোয়াও।

আর কিছুই যদি নাহি থাকে
নাই বা থাকে ঘর
শুধু পথের মাঝে এগিয়ে এসে
তাঁর, হস্ত খানি ধর॥

[৯]

মম মুদিত নয়ন তলে
আস তুমি কত ছলে
এস তুমি সকরুণ গুঞ্জি।
এস তুমি হৃদাকাশে
এস শতদল হাসে
দুঃখ বেদনা যবে পুঞ্জি—

শতধারে শত ছলে
আমারে মথিয়া চলে
আমার হৃদয় মাঝে আসি।
বাজাও মোহন বেনু
চরাও মানস ধেনু
ফুটাও প্রেমের পদ্ম হাসি।

আমি যে আপন হারা
আমি যে সকল-হারা
শুধু তব প্রেমের পিয়াসী।
আমি যে তোমারে চাই
আমার যে কিছু নাই
মরুভূমে আমি যে তিয়াষী॥

[১০]

দুঃখ আঁধার আস্‌বে যবে
আকাশ খানা ছেয়ে,
তুই কি তখন থাক্‌বি ওরে
শুধুই কেবল চেয়ে ?

বাঁচ্‌তে হ'লে এগিয়ে দাঁড়া
চিনে নে তোর পথ।
পথের মাঝে হয় ত কখন
দেখ্‌বি তাঁহার রথ।

রথ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে
তোমার অপেক্ষায়।
তুই কেন রে হতাশ চোখে
কাঁদিস্‌ নিরাশায়।

বঁধূয়া তোর দাঁড়িয়ে পথে
তোমার পানে চেয়ে।
আনন্দে তুই চল্‌বি ওরে
তাঁহারি গান গেয়ে॥

[১১]

আজি, রিক্ত হস্তে মন্দিরে তব
দীন পূজারি এসেছে।
আজ, পূর্ণ পরাণে সকল ত্যজিয়া
তোমারেই শুধু চিনেছে।

নাহি তার কোন আয়োজন ভার
ধূপ-দীপ জ্বালা ফুল সম্ভার
শুধু, মেলি তার দুটী স্নিগ্ধ নয়ান
তব, মুখপানে চেয়ে রয়েছে।

তুমি কি দেবতা রহিবে এখনও
বদ্ধ দুয়ার মাঝে?
পাশরিয়া আজ বাহিরের এই
কোলাহলময় কাজে?

হের আজ ধরা কী সাজে সেজেছে
অলিগুঞ্জনে ভূবন ভরেছে
স্নিগ্ধ মধুর সঙ্গীত রোলে
বিশ্ব ভরিয়া গেছে।

ভক্ত তোমার এসেছে নগ্ন
দীন হীন বেশ ধরি।
সকলের মাঝে হেরিয়া তোমারে
পরাণ গিয়েছে ভরি।

যাহা ছিল তার ব'লে আপনার
যত কিছু তার ছিল বিলাবার
সকলই আজ বিতরি ধরারে
তোমাতেই সব স'পেছে।

পরাণের মাঝে বাঁশরী তোমার
ডেকে গেছে বারেবারে
তাই ত সকল ত্যজিয়া পিছনে
এসেছে তোমার দ্বারে।

কিন্তু হেথা যে বদ্ধ দুয়ার
ডাকিতে তোমারে চায় যতবার
ততবারই হায় বিফল আয়াসে
যাতনার ভরে কাঁপিছে॥

[১২]

কত কাল আর এমনি ব'সে
থাক্‌ব তোমার অপেক্ষায়।
বিশ্বে তোমার আসা যাওয়া
হেথায় আসা হল না হায়!

হৃদয় ব্যাকুল বেদনাতে
ক্লান্তি ভরা আঁখিপাতে
দূরের কোলে ঐ দিগন্তে
তোমার পথের পানে চায়।

তোমার তরে নয়ন দুটী
অশ্রুধারায় ভেসে যায়।
দীপটী জ্বেলে সারাটি রাত
কাটাই সময় ব্যর্থ আশায়।

যে মালাটি তোমার তরে
গেঁথেছিলেম জীবন ভরে,
আজ, ঝড়ের হাওয়া বইয়ে তারে
ছিন্ন ক'রে ধূলায় লুটায়।

যে উৎসবের আয়োজনে
তোমার ছিল নিমন্ত্রণ।
আসা তোমার হ'ল না হায়
ব্যর্থ সকল আয়োজন।

এসেছিল যে পূজারীরা
গেয়েছিল যে তরুণীরা
গেল শূন্য মনে সবাই তারা
হৃদয় ভরা বেদনায়।

এখন' জ্বলে দীপটা কোণে
কেঁপে কেঁপে বাদ্‌লা হাওয়ায়
এখন' আমি রইছি বসে
তোমারি আশায় অপেক্ষায়।

হৃদয় আমার কইছে কানে
বুঝ্‌ছি আমি প্রাণে প্রাণে
আস্‌বে তুমি শেষের টানে
ঝড়ের মাঝে মত্ত হাওয়ায়॥

[১৩]

বারেবারেই আমায় তুমি
ফেল্‌ছ কেন পাঁকে ?
জড়িয়ে আমায় রেখেছ নাথ
মিথ্যা মোহের ফাঁকে।

কিই বা ভাল কিই বা মন্দ
সবতাতে মোর লাগে সন্দ
আমি, ছুটেছি হায় হারিয়ে দিশা
ঝ'ড়ো পাখীর ঝাঁকে।

আমায় তুমি এমনি করে
যদিই রাখ নাথ।
শুধু, এই মিনতি ও চরণের
ছাড়্‌বো না হে সাথ।

দূরের বাণী শুন্‌ছি কাছে
কাছের যাহা দূরে গেছে
পথের চিহ্ন হারিয়ে ফেলে
কেবল, মর্‌ছি ঘুরে বাঁকে বাঁকে ॥

[১৪]

তরণী বেঁধেছি কূলে—
দখিণ হাওয়ার পরশ পেয়ে
পালখানি ঐ উঠ্‌ছে দুলে।

ময়লা আবর্জ্জনা যত
মাঝ দরিয়ার ঝড়ের মত
সবই আজি ত্যাগ করি ও
আবেগ ভরে উঠ্‌ছে ফুলে।

থেমে গেছে জোয়ার ভাঁটা
ঘুচে গেছে পথের কাঁটা
নিজের পথ ও চিনেছে আজ
যে পথ আগে ছিল ভুলে॥

[১৫]

মন্দিরে তব এসেছে পূজারী
মুক্ত কর হে দ্বার।
এনেছি অর্ঘ্য থালা—এনেছি কুসুম হার।
আসিতে তোমার মন্দির দোরে
কতই আঘাত পেয়েছি যে ওরে
আমি, বহু সাধনায় এসেছি গো হেথা
ফিরায়ে দিও না আর!

বাহিরে যে আঁধার বড়
দীপটী তোমার তুলে ধর
অন্ধকারে হোছোট্ খেয়ে
পড়্ছি বারেবার।
মুক্ত কর দ্বার।

পরাণে মোর লাগ্ছে ব্যথা
কণ্ঠে না সরিছে কথা
শুধু চোখের জলে বক্ষ আমার
ভাস্ছে অনিবার

দেবার মত কিছুই নাই
চোখের জল আর হতাশাই
আমার জীবন পথে লয়েছে পথ
সাথী অন্ধকার।

আস্‌তে পথে আম বাগানে
শুনেছি যে তোমার গানে
সেই সুরে মোর বক্ষ ভ'রে
চিনেছি তোমার দ্বার।

পথের কাঁটা পথের ব্যথা
লইছি পথে পেতে মাথা
তোমার দেওয়া দুখের মালা
করছি গলার হার।

আসিয়াছি অনেক দূরে
গাহিয়াছি অনেক সুরে
যতই কেন দাওনা আঘাত
ফিরবো নাকো আর।

চিনেছি ঐ চরণতরী
বক্ষ আমার গেছে ভরি
নাও বা যদি দোর খুলে দাও
থাক্‌ব ঘরের বার ॥

[১৬]

আজ, সবাই আমায় ঠেল্‌ছে দূরে
আমি, তোমার পানে হাত পেতেছি।
জগৎ আমার বাহির দেখি
আমার পানে উঠ্‌ছে রুখি
তারা অন্তরে মোর চায় না ওগো
তাই হে, তোমার কাছে মুখ খুলেছি।

আলো, আকাশ, কুসুম, বাতাস
দিচ্ছে আমায় তোমার আভাস
আজ ভাব্‌ছি ওরে ভুলের ঘোরে
কারে ছেড়ে কী ধ'রেছি।

নাই বা মোরে চাহুক জগত
আছি আমি তোমার ভকত
আমি, বাহিরে হায় পেয়ে আঘাত
এবার তোমায় ঠিক চিনেছি॥

[১৭]

আমি চাইতে হয় ত ভিক্ষা হে নাথ
তোমার কাছেই চাইব।
আর শুন্‌তে হয় ত আদেশ কাহার
তোমার কথাই শুন্‌ব।

জগতের আর কারু কাছে
মাথা নত কর্‌ব নাযে
তারা যতই কেন বাঁধুক আমায়
আমি, সব বাঁধনই সইব।

সবাই যখন আস্‌বে ধেয়ে
তোমার পানে রব চেয়ে
তোমার কোলে মাথা রেখে
কেবল বসে কাঁদ্‌ব।

বাহির হ'তে আঁধার যখন
নাম্‌বে আমার পরে।
শুধু, তোমার পানে রইব চেয়ে
জ্যোৎস্না আলোর তরে।

ভোর আকাশে পাখীর ডাকে
কণ্ঠ নিয়ে বল্‌ব হেঁকে
কেবল তোমার জয়-জয়কার
কেবল, তোমারই জয় গাইব ॥

[১৮]

বইছে মধুর মলয় হাওয়া
কইছে কথা কানে।
এই বারে তোর বীণাখানির
সুর তুলে' দে প্রাণে।

বাতাস আলোর মাতামাতি
কাঁপ্‌ছে রে প্রাণ হর্ষে অতি
আজ, বিশ্ব-বীণার গানের সাথে
মিলিয়ে দে তোর গানে।

যা আছে তোর দেবার ওরে
বিলিয়ে দে এই বেলা।
পিছন ফিরে তাকাস্ নে ভাই
সাম্‌নে তাঁহার মেলা।

ওরে ক্ষ্যাপা ঘর ছাড়ান
বাহিরে তোর মন প্রাণ
বিলিয়ে দে রে লুটিয়ে দে রে
চা'স্ নে পিছন পানে॥

[১৯]

আপনাকে তোর অমন ক'রে
কীসের জালে জড়িয়ে রাখিস্।
তুই যে চির মুক্ত ওরে
তুই যে প্রাণে শক্ত আছিস্।

পরাণে তোর জাগেন যিনি
মুক্তি দাতা মুক্ত তিনি
সেই বিনা কার পায়ের তলে
উচ্চ ও শির নত করিস্।

নুইয়ে দিয়ে আপনারে
তাঁর অপমান করিস্ না রে
তোর মানে যে মান তাঁহারি
এই কথাটা চিত্তে মানিস্॥

[২০]

বাঁশী তোমার চিত্তে আমার
কী না সুরেই বাজে।
কত গানে কত ছন্দে
কত আলোয় কত গন্ধে
কতই না দুঃখে সুখে
কাজে বা অকাজে।

আজ দেখি এ নূতন সুরে
ভর্‌ছে আমার কান।
এরি সুরে মিলায়ে সুর
গাইছে পাখী গান।

আকাশ বীনার তারে তারে
ঐ তটিনীর ধারে ধারে,
ফুলের বনে অলির ডাকে
ধ্বনিছে এক তান।

এই সুরে আজ প্রাণ ভরিতে
ব্যাকুল বাসনায়—
হৃদয় আমার বারে বারে
চাইছে অপেক্ষায়।

ছায়াপথের আলোর কাছে
মরণ যেথায় আবার বাঁচে
আঁধার যেথায় আলোয় যাচে
প্রভাতে আর সাঁঝে॥

[২১]

এবার আমি চল্‌ব হে নাথ
সহজ পন্থা জানি'।
হৃদয়ে তোমার প'শেছে আলোক
মরমে প'শেছে বাণী।

সুখ দুঃখ বেদনাতে
টল্‌ব না আর কোন মতে
জিহ্বা গাবে তোমারি নাম
তোমায় পূজ্‌বে আঁখি পানি।

মম, হৃদ্ কমলে রইছে তোমার
পাতা আসন খানি।
এবার, পূজ্‌ব তোমার রাতুল চরণ
যা কিছু মোর দানি'।

যাত্রা পথের প্রথম ধাপে
পরাণ আমার ভয়ে কাঁপে
সব বাধা ভয় করব হে দূর
সত্য তোমায় মানি॥

[২২]

আবার আমার পরাণ বীণায়
কী সুর দিলে তুমি ?
নেশায় মেতে রয় বিভোর এ
তোমার ও সুর শুনি ।

তন্দ্রাঘোরে আঁখির কোলে ।
অশ্রু ধারায় বন্যা খেলে
জাগ্রতে মুই হারাই তোমায়
ভাব্‌না রহে থামি' ।

দেখ আমার বাগান ভ'রে
শেফালিগুলি পড়্‌ছে ঝরে
ইচ্ছা করে ওরি মত
ঝরি তোমায় চুমি' ।

হৃদয়ের মোর এই বাসনা
দয়া কি তোমার হবে না
ওই প্রেমময় বক্ষে তব
পড়্‌ব ঢুলে ঘুমি' ।

———

[২৩]

তোমার মালা পর্‌ব গলায়
এ মোর মহান্ সাধ।
তোমার পাতে লই'ব সুখে
তোমার পরসাদ।

দেহ মনের যতেক বাঁধন
জপ তপ আর সাধন ভজন
সব ছেড়ে আজ চল্‌ব আমি
ভেঙ্গে মোহের বাঁধ।

জগৎ যদি ছি ছি করে
ঘৃণাই করে আমায়,
তোমার দেওয়া দান ভেবে গো
মাথায় নিব তাহায়।

তোমার প্রেমের সাগর মাঝে
ডুবিয়া রব সকাল সাঁঝে
আর না কভু বাঁধ্‌বে মোরে
বাহিরের ঐ ফাঁদ॥

২৪

এইবারে মোর যা কিছু আপন
তোমার ক'রে নাও।
হৃদয় আমার ব্যথার ভারে
নয়ন ভাষায় অশ্রু ধারে
মাথা কোটে তোমার দ্বারে
ঐ, চরণ ছায়া দাও।

বাইরে আকাশ আঁধার ভারি
এস তুমি বিষাদ-হারী
এ যাতনা ভার বইতে নারি
এবাব মুক্তি দাও।

কী দুঃসহ যাতনায় যে
সারাদিনে সকাল সাঁঝে
আপন মাঝে আপনি কাঁদি
এবার, আমার পানে চাও॥

[১৫]

আরো কি পথ চল্‌তে হবে আরো ?
ওগো সখা এই বারে শেষ করো।
পিছন পানে তাকাই যখন
সবই দেখি আঁধার মগন
আমি সুমুখ পানে মেলে আঁখি
আঁধার দেখি জড়ো।

ফোটা ফুলের রাশির ভারে
গাছগুলো হায় কেঁদে মরে
ফল্‌বে যখন ব্যথারি ফল
সইবে কি ভার তারো ?

যে প্রদীপটা হাতে ধরে'
বেরিয়েছিলাম পথের' পরে
তেলহারা ঐ দীপটা এবার
নিব্‌তে যে চায় বড়ো।
এই সীমাহারা চলারি পথ
এই বারে শেষ করো।

[১৬]

অষ্টমী সে তিথির রাতে
বারি ঝরে ঝর্ ঝর;
প্রবল বেগেতে বহিছে ঝঞ্ঝা
ডাকে দেয়া গড়্ গড়্।

নগরীর মাঝে উঠে হাহাকার
জননী কন্যা লাগি,
কাঁদিছে বিরলে কংসের ভয়ে
নিদ্রা গিয়াছে ভাগি'
কেহ কাঁদে নিজ পুত্র লাগিয়া
কেহ কাঁদে ধন শোকে।
কংস লুফিছে করিছে ধ্বংস
অত্যাচারের ঝোঁকে।
স্বপনের মাঝে কেঁদে উঠে নারী
রাজদূত দেখি পাশে।
আসিছে আহুতি করিতে প্রদান
কংস—বাসনা আশে।

নগরীর মাঝে হেন হাহাকার
মধুসূদনেরে স্মরি'।
কেঁদে কহে সবে রক্ষা করহে
বিপদ ভঞ্জন হরি।

হেথা রাজপুরে রমণী কাকলী
মাঝে মাঝে ঘৃণ হাসি।
পুর গুঞ্জন মাতালের ধ্বনি
কর্ণে পশিছে আসি।

অত্যাচারীকে করিতে ধ্বংস
রক্ষিতে নর নারী।
আসিল ভবেতে ভবের কাণ্ডারী
অসুর দর্পহারী।

গাহিল সকলে দেব নরগণে
তাঁহার বন্দনা গীতি'।
ধন্য হে আজ ধন্য অবনী
ধন্য অষ্টমী তিথি॥

[২৭]

আঁধার রাতে মাঠের মাঝে বসি পুকুর পাড়ে।
ভাব্‌তেছিলেম একা একা কতই কত কথা রে।
শোঁ শোঁ করে দখিণ হাওয়া
গাইতেছিল কতই গাওয়া
প্রাণের মাঝে সুর বেতালা
নিচ্ছিল তাল সেধে রে।
আঁধার রাতে একা একা নগ্ন ধরার মাঝে রে।

সহসা তার গেল ছিঁড়ি'
গাছের পাতা ঝিরি ঝিরি
কানের কাছে ধীরি ধীরি
কইল কতই কথা রে।
পশ্চিমেতে বিধুমুখী হাস্‌ল মুখে চেয়ে রে।

গাছের মাথা নেড়ে নেড়ে
কইছে কথা ধীরে ধীরে
বল্‌ছে ওরে এমন ক'রে
যাবে না দিন যাবে রে।
ধরা তখন নিথর নিঝুম শুক-তারকা হাস্‌ছে রে।

রইনু চেয়ে নিমেষ হারা
রইনু চেয়ে আপন হারা
দেখ্‌নু তখন ধীরে ধীরে
আকাশ পানে চেয়ে রে।
অস্তগামী সুধামুখী বিষাদ হাসি হাস্‌ছে রে ॥

---

[২৮]

হেথায় আমি একাকিনী, বিরহিনী বালা।
শুধু, নিমেষ তরে এস কাছে ও মোর চিকণ কালা।
হেথা আমি লজ্জাশীলা, আবরিত কায়।
অঙ্গ মোর শিহরিছে, আও শ্যামরায়।

বসন্তের মত্ত হাওয়া চুরি ক'রে কুসুমের প্রাণ
ফেলে যায় ফুরালে যৌবন। হায় নাই প্রতিদান!
তব সনে একদেহে, এক প্রাণে মিশিবার লাগি'
অন্তরে কাঁদিছে এই তৃষাতুরাভাগি।

এস সখা, এস আজ, মুক্ত কর মোর আবরণ।
জগতের সকলের মাঝে বাহিরাক্ মোর অদর্শন।
সকলের তৃষাতুর দৃষ্টির মাঝারে।
কর আজ বিবসনা, উলঙ্গ আমারে।
যাহে সবাকার মাঝে আজ মোর দৃষ্টি হয় নত।
যাহে মোর সকল গরিমা মুহূর্ত্তেকে হয়ে যায় হত॥

২৯]

আশা কি আমার মিটিবে হে কভূ পূরিবে কি অভিলাষ?
অথবা জীবনে বহিব কি শুধু নিরাশার দীর্ঘ শ্বাস?
দেবী তোমার মন্দির দ্বার রুদ্ধ কি চির দিন
থাকিবে হে মোর নয়নের মাঝে? তোমার হাতের বীণ্
ঝঙ্কার কি সে তুলিবে নাগো আমার তৃষিত মনে?
আমি কি যোগ্য নহি গো তোমার পশিতে কমল বনে?
ভাণ্ডার তব পূরিত রত্নে, উষ্ঠান ভরা ফুলে।
নিতি নব নব সঙ্গীত তব বীণার কণ্ঠে দুলে।
তোমার সভার সভ্য যাঁহারা কি দিয়া তোমারে পূজে?
নিতি নব নব কুসুম ফুটায় তোমার পদাম্বুজে?
তোমার বীণার পরিত্যক্ত ছিন্ন একটী তার,
তোমার সভা মণ্ডপ মাঝে একটী কোণের ধার,
দুয়া করি মোরে দিবে মা কি তুমি ওগো কল্যাণময়ী?
বিষ্ঠাদায়িনী, শুভ্রবসনা, সঙ্গীতময়ী, অয়ি।

[৩০]

জগৎ যেন হে গানের ছন্দে
মাতিয়া করিছে রঙ্গ।
নীল সাগরের বুকের মধ্যে
পাগ্‌লা বিচীর ভঙ্গ।

বাতাস যেন হে পাগল হইয়া
করিতেছে আজ নৃত্য
ফুল-শর হাতে রতিপতি ফিরে
আকুল করিয়া চিত্ত।

পাহাড় হইতে ছুটিয়া নামিছে
ক্ষুদ্র বালিকা ঝর্‌ণা।
দুষ্ট বালক শিলাগুলি যত
ছুটে ছুটে বলে "ধর্‌ না"।

যৌবন মদে মত্ত হইয়া
পূর্ণ সলিলা গঙ্গা।
গরবিনী চলে স্বামী সহবাসে
তিরোহিত আজি সংজ্ঞা।

ময়ুর ফিরিছে ময়ুরীর পাছে
হৃদয়ে বড়ই হর্ষ।
মানিনী না চাহে ফিরিয়া তাহারে
যেন কতই বিমর্ষ।

লুপ্ত বুদ্ধি সুপ্ত চেতনা
দুঃখ ভারে অবনত।
সেও বসি আজ হাসিছে পুলকে
শক্তি তাহার যত

শোকের বেদনা ভুলেছে জননী
বিরহ বেদনা বালা।
পিপাসিত আজ ভুলেছে তৃষ্ণা
নিবেছে তাহার জ্বাল

দশদিক্ আজ পূরিত ছন্দে
গন্ধে মগনা ধরা।
কুঞ্চিত কেশা, মনোহর বেশা
বালিকা হাস্যভরা।

[৩১]

বাতাস আজিকে বহিয়া আনিছে
কিসের বাজনা বাদ্য
পুরোহিত আজ বহিতেছে শিরে
কাহার অর্ঘ্য-পাদ্য।

আমের কুঞ্জে বসিয়া বিরলে
নিজ ভাবে অতি মগ্ন।
কাঁপায়ে কাঁপায়ে সুমধুর ধ্বনি।
করিছে গানের লগ্ন।

প্রফুল্লিত আজ জগতের সবে
মেঘ আজ জল-হারা
হতভাগা আজ পেতেছে শান্তি
নয়নে বহে না ধারা।

দিগে দিগে আজ আনন্দ রোল
প্রাণ আজ ভরা গানে
কথা আজ গেছে ছন্দে ভরিয়া
শরতের আগমনে।

[১২]

১

আয় রে তোরা দুরন্তেরা
আয় রে কাঁচা সবুজ !
আয় রে তোরা বুদ্ধিহারা
আয় রে পাগল অবুঝ।

আগুন নিয়ে খেল্‌তে হবে খেলা
বিবেচনার কোমল দেহে সইবে না এর ঠেলা ;
আয়রে তরুণ রক্ত অরুণ চোখ
স্বাধীন সত্য সুমুখ পানে রোখ্ ।

[২]

ঝড় উঠেছে সাগর মাঝে
ধর্‌রে কসে' হাল্।
তরীর 'পরে দাও পরিয়ে
রক্ত-বরণ পাল।
আজকে তোদের দিতে হবে পাড়ি
উতল করে সাগরের বুক দাঁড় বেয়ে যাও দাঁড়ী।
অমানিশার আঁধার যদি ঘিরে।
তাকাস্ নে ভাই পিছন পানে ফিরে।

৩

তরী যদি ঢেউয়ের তালে
মত্ত নাচন নাচে।
সাথী যারা ফিরে দাঁড়ায়
পাড়ি দেওয়ার মাঝে।
তবে একাই চল ভাই
পরের পানে থাক্‌লে চেয়ে লাভ ত কিছুই নাই।
ঝড় যদি তোর ভিতর বাহির সকল আসে ছেয়ে,
ঢেউয়ের তালে তাল দিয়ে ভাই নৌকা চল বেয়ে।

৪

বুদ্ধি যাদের আছে তারা
করুক্ বিবেচনা।
তারা তাদের কার্য্য করুক্
নাইযে নিষেধ মানা।
আমরা চলি মোদের আপন পথে
চক্রধারী সারথী আজ মোদের বিজয় রথে।
অক্ষৌহিনী সেনার নায়ক ভীষ্ম কর্ণ আদি।
বক্ষ ওদের দাও কাঁপিয়ে বিজয় শঙ্খ নাদি'।

৫

আয় রে তোরা প্রমত্তেরা
আয় রে ক্ষ্যাপা পাগল।
রুদ্র তোদের মন্ত্র দিবেন
নন্দী গাবে গজল।

ভূতের মত চল্‌বি তোরা ভূত
রুদ্র বার্ত্তা বইবি ধরায় তোমরা মৃত্যু দূত।
সাম্‌নে চেয়ে চল্‌বি দিনে রাতে।
পথের মাঝে থাম্‌বি না ভাই কারো অপেক্ষাতে

৬

রক্ত পিছল পন্থা দিযে
চল্‌বি তোরা বেগে।
কারো পায়ে নুইবি না রে
প্রসাদ মেগে মেগে।

পাগ্‌লা ভোলার ভূত গুলোরই মত
শ্মশান মাঝে ছোট বড় সবাই যেথায় গত
সেথায় তোরা খেল্‌বি তোদের খেলা
মড়ার মাঝে কাট্‌বে তোদের বেলা।

(৭)

বিশ্ব যদি তাড়িয়ে তোদের
নিঃস্ব ক'রে দেয়।
অত্যাচারীর কারার প্রাচীর
অতিথ্ ক'রে নেয়।
ভয় কি তোরা পাবি ?
অত্যাচারীর পায়ের তলে দয়ার ভিক্ষা চাবি ?
স্নেহের বাঁধন মায়ার ডোরে রইবি প'ড়ে বাঁধা ?
গাইবি তোরা নাকিস্থরে স্থরটি ক'রে সাধা।

(৮)

আয় রে আজি শক্তি সাধক
আয় রে মায়ের ছেলে।
আয় রে তোরা স্থমুখ পানে
সকল পিছে ফেলে।
আয় রে তোরা অতিথ্ মরণরাজার
সঙ্গে ক'রে চল্ রে নিয়ে সঙ্গী হাজার হাজার।
সকল দ'লে পায়ের তলে আয় রে তোরা সবুজ।
আয়রে তোরা বুদ্ধি-হারা, আয়রে পাগল, অবুঝ ॥

আগমনী

দনুজ দলিতে দামিনীর মত
জননী এসেছে দ্বারে।
এস ওগো এস বাহিরিয়া এস
বরণ করিতে তাঁরে।
দশ হাতে তাঁর দশ প্রহরণ
পদ তলে দেব অরি।
রক্ষিতে ভীরু সন্তাণগণে
হস্তে আয়ুধ ধ'রি
আসিয়াছে মাতা বাঙ্গালার ঘরে
রাজেশ্বরীর বেশে।
ক'রো না বিলাপ দীন বাঙ্গালী
মাতারে পূজ' হে হেসে!
শরতে এসেছে শরৎ-লক্ষ্মী
ধরণী উঠেছে হাসি'।
ভরা নদী গায় কুলু কুলু গান
বনে হাসে ফুলরাশি।
ধরণী মুছেছে আঁখিজল তাঁর
গেছে খসি' গুণ্ঠন।
ঘরে ঘরে আজ দয়ালু জননী
করে ধান বণ্টন।

আনন্দ আজ সুস্থ শরীর
কচি শিশুটিরই মত।
শরত-মাতার স্নেহের বক্ষে
খেলা করে অবিরত।

তুচ্ছ তোমার বাধা, ভয়, লাজ
সকলি পিছনে ত্যজি'
পূজিতে মাতারে সব দিয়ে তোর
সমবেত হও আজি।
সকল দুঃখ, সকল দৈন্য,
সকল ব্যথা তোমার।
বরজিয়া এস দেবীর আলয়ে
হাসিভরা মুখে আবার।
দনুজ দলিতে এসেছেন মাতা
ওরে আর ভয় নাই।
দুর্ব্বল হেরি সন্তানে মাতা
নিজেই এসেছে তাই।
মাতার দেউল ঘিরিয়া ঘিরিয়া
আলোড়িয়া বনবিথী।
অযুত কণ্ঠে অর্ঘ্য হস্তে
গাহ তাঁর জয়গীতি।

লক্ষ্মণ

ভারতের কাব্যাকাশে যেই দিন লভিলে জনম
নূতন আলোক নিয়ে বয়ে গেল মুগ্ধ সমীরণ।
কত যুগ যুগান্তের বিবাদ কলহগুলি সব।
তব প্রেম শক্তি মাঝে একে একে মানে পরাভব
পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি, বক্ষে ধরণীর
এতকাল জননীরে বেদনায় করেছে অস্থির।
আজি মাতা চাহে স্নিগ্ধ, প্রফুল্ল আননে
ভ্রাতৃপ্রেমে গরীয়ান্ সন্তানের সহর্ষ বদনে।
তুমি এলে স্বর্গদূত এই বার্তা ব'হি
ভুলে গেলে নিজ সত্ত্বা শুধু মগ্ন র'হি
এই প্রেম সাগরের মাঝে। আত্ম ত্যাগী বীর!
একেবারে বিলাইয়া নিজে মিশে গেছ ধীর।
ভ্রাতৃপ্রেম মাঝে; হে আদর্শ ভ্রাতা।
তোমারে পূজিছি আজি নত করি মাথা।
এস তুমি, পুনঃ হেথা, এস একবার।

ভারতের ঘরে ঘরে ভাই ভাই ভুলে গেছে আজ
তব ভ্রাতৃপ্রেম, তব ত্যাগ ; বিসর্জ্জিয়া লাজ
ভ্রাতার বুকের রক্ত করিবারে পান
আজি তার আকাঙ্ক্ষিত প্রাণ।
এ সময়ে আগমন তব, হে মৌন সন্ন্যাসি !
অভ্যর্থিবে ভাই ভাই পুলকে উল্লসি'।
এস রত্নাকর-সৃষ্টি রত্নের আকর,
ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষা দিতে এস মনোহর।
ভারতের ঘরে ঘরে আজি তব পূজা আয়োজন।
ভ্রাতার হৃদয় মাঝে আজি তব শুভ নিমন্ত্রণ।

রুদ্ধ বাক্ ভাবি ব'সি কী শক্তির বলে
বাসনার যতুগৃহে অগ্নি জ্বেলে দিলে।
কম্বু কণ্ঠে ভীম রবে গেয়ে গেলে গান
"হে অগ্রজ, তব তরে এই মোর প্রাণ,
উৎসর্গিত হয়ে আছে জন্ম হতে এর"।
বল বীর, পূজে কোন্ দেবতারে পেয়ে কোন্ বর
মরণের মাঝে তুমি হলে চির শাশ্বত অমর।

তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ ও বরাঙ্গে তব
বাসনার দীপ্ত হুতাশন, ভাব নব নব

পশে নি কি অন্তরের মাঝে ?
যৌবন যবে এসে নব সাজে
সিংহাসন পেতেছিল ও বিশাল বুকে ?
বসন্তের নির্ম্মল গোধূলি ত্যজি' কোন্ সুখে
অঙ্গে নিয়ে চীরবাস, ভিখারীর দীনবেশ ধ'রি
হে রাজনন্দন, একেবারে নিজেরে বিস্মরি'
পঞ্চবটী বনে বনে বন-পাখী কাঁদায়ে কাঁদায়ে
প্রিয়তমা উর্ম্মিলাকে নয়নের অশ্রুতে ভাসায়ে
গেলে চলি সোজা পথে কর্ত্তব্যের ছায়।
লালসাকে করি ত্যাগ জীর্ণ বস্ত্র প্রায়।
তখন' কি নয়নের কোণে তব অশ্রুবিন্দু দেয় নাই দেখা
মনে কি পড়ে নি তব জননীর কাতরতা মাখা
দীন মুখ খানি ! প্রিয়তমা উর্ম্মিলার চোখ্ ছল্ ছল্
বন পথে রাম-সীতা সনে তোমারে কি করে নি বিকল ?
বৃক্ষশাখে বসিয়া বিরলে কপোত কপোতী সুখে
গুঞ্জরিত কত কথা মুখ রেখে মুখে।
পুচ্ছ ঝেড়ে পুনরায় কত কথা কহিত তাহারা
জগতেরে ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ-হারা।
তুমি ব'সি বৃক্ষতলে কম্প ভরা বুকে,
কোদণ্ডে করিয়া ভর, হস্ত রেখে মুখে
চেয়ে র'তে স্থির নীল সুবিশাল আকাশের পানে।
গা্যা করি বক্ষ তব কোন্ সেই অজানার ধ্যানে।

বনমাঝে নিরালায় হরিণীর প্রণয়ের বোল্।
মরমে পশিয়া কি হে কখন' কি দেয় নাই দোল্?

নিদ্রা যবে ধীরে ধীরে ধরণীরে কোলে নিত টানি'
দূর হ'তে প্রেত-লোকের অর্দ্ধস্ফুট বাণী
কর্ণে তব পশিত আসিয়া। পর্ণ কুটীর মাঝে
যেথা তব হৃদয়ের ধন রামসীতা রাজে।
তুমি ব'সি পাহারায় কুটীরের দ্বারে
তন্দ্রাতুর আঁখি দুটী মেলি বারে বারে
চেয়ে র'তে ঐ দূর আকাশের পানে।
পূর্ণ যেথা চিরকাল রহস্যের গানে।

অসত্যের মহা অত্যাচারে জর্জ্জরিত তনু, হে সত্যপূজারী
আজি তোমা পেতে চাই আমাদের মাঝে এস অস্ত্রধারী।
লালসার সূর্পনখা কলুষিত, ঘৃণিত নখর।
ছিঁড়ি অঙ্গ খণ্ড খণ্ড মানবেরে করিছে জর্জ্জর।
তোমা বিনা কেবা আছে আজি তার দর্প করে চূর।
তোমা বিনা কার হৃদে বৈরাগ্যের বাণী সুমধুর
বেজে আছে পরতে পরতে। সুমিত্রা নন্দন!
এস আজ, ছিন্ন কর লালসার জটিল বন্ধন।

কেবলি ভাবিছি মনে কী শক্তির অলক্ষ্য প্রভায়
পূর্ণ করি বুক, সর্ব্ব ত্যজি' এলে উপেক্ষায়।
অযোধ্যার সুনীল আকাশ, হর্ম্ম্যরাজি মালা,
বৃদ্ধ পিতা, মূর্চ্ছাগত মিথিলার বালা
শোকাতুরা অভাগিনী সুমিত্রা জননী
সর্ব্ব দুঃখ-তাপ-হরা, আনন্দের খনি।
এলে চলি; কোন দিগে দৃষ্টি নাহি ক'রি
ভ্রাতৃপ্রেমে পাষাণের বুকখানা ভ'রি ॥

পত্রলেখা

হে ললনে ! সংযমের আদর্শরূপিনী তুমি পত্রলেখা,
অন্তরের পরতে পরতে আছে তব যশোরাশী লেখা।
কুলুত দুহিতা, বন্দিনী, সৌন্দর্য্যের ছবি
ভারতের প্রাচীন আকাশে মূর্ত্তিমতী ছবি ;
তব কীর্ত্তি-গাথা আছে গাঁথা অন্তরের মাঝে
প্রীতির মাধুর্য্যধারা ছড়ায়েছ মধুময় কাজে।

হায় নারী, চিরদিন নিয়ে তব অফুরন্ত আশা
হাতে নিয়ে অমৃতের বাটী, তবু তব গেল না পিয়াসা।
নবোদিত অরুণের মত তব রূপরাশি
কবিত্বের পুবের কোণেতে উঠিছে বিকাশি'
কিন্তু যেন মেঘাবৃত রবিরশ্মি প্রায়।
অসময়ে, ভাগ্যদোষে ধরা হ'তে মুছে গেল হায়।

(৪)

ভুলে যাও আজ মিলন কথা, মোদের দেশোদ্ধার
মনে কর শুধুই তুমি নাই ত কেহই আর।
তাই বুঝে দাও দোল্
খোল্‌রে কৃপাণ খোল্
রক্ত দিয়ে সিক্ত কর দেশের মাটী এবার।
মনে কর শুধুই তুমি নাই ত' কেহই আর।

(৫)

জাগো হিন্দু, জাগো বন্ধু, বাহির হও আজ পথে।
শত্রু তোমার, কি ভয় তার? চরণ দাও তার মাথে।
পদভরে কাঁপাও ধরা
তোমরা সকল ভয়হারা
নীচ ওদের টুঁটী ধরে বাঁধ তোমার রথে।
শত্রু তোমার? কি ভয় তার? চরণ দাও তার মাথে।

(৬)

বাইরে এস হিন্দু যুবক দেব দ্বিজের আশা।
বাইরে এস অস্ত্র নিয়ে বারুদ ভরা ঠাসা।
প্রিয়ার উষ্ণ আলিঙ্গনে
থেকো না আর সঙ্গোপনে
বৃদ্ধ পিতার অন্ধ-নড়ি, মায়ের ভালবাসা।
বাইরে এস অস্ত্র নিয়ে বারুদ ভরা ঠাসা।

(৭)

হিন্দু স্থান ত' ? তোমার এদেশ তোমার জন্মভূমি।
থাক্‌বে যারা থাকুক্ তারা তোমার চরণ চুমি'।
তারে নাই বা দিলে স্থান
এ ত তোমারই জন্ম স্থান।
তোমার মাতা, তোমার ভগ্নি, তোমার পুণ্যভূমি।
থাক্‌বে যারা থাকুক্ তারা তোমার চরণ চুমি।

(৮)

তোমার দেওয়া আগুণ জ্বালা জ্বলুক্ রে আজ ওদের পরাণে।
হিন্দু! হিন্দু, গগন পানে উড়াও তোমার বিজয়-নিশানে।
ওদের গৃহ-বাতায়ণে
তোমার ছোড়া অগ্নিবাণে
বজ্রধ্বনি তুলুক্ ; তুলুক্ রে আজ ওদের বধির কানে।
হিন্দু, গগন পানে উড়াও তোমার বিজয়-নিশানে।

(৯)

আজকে ওদের উচ্চ মাথা তোমার পায়ে কর কাত।
মৃত্যু ? মৃত্যুতে কি ভয় করে এই সব্যসাচীর জাত।
শিখণ্ডীকে সামনে রেখে
শত্রু মার দেখে দেখে
ওদের বৃদ্ধ-যুবাকে আজ লওয়াও কবর-ঘাত।
মৃত্যুতে কি ভয় করে এই সব্যসাচীর জাত।

(১০)

আগুন নিয়ে কর্‌বে খেলা চেয়ো না আপন পানে।
প্রাণ দিতে হয় দাও ফেলে বীর আঁকড়ে ধর মানে।
তোমার বজ্র গভীর স্বরে
জাগ্‌বে সবাই চরাচরে।
ক্ষুদ্র ওরা শৃগাল অধম শশক মত প্রাণে।
প্রাণ দিতে হয় দাও ফেলে বীর আঁকড়ে ধর মানে।

(১১)

চক্রধারীর বংশ মোরা মোদের কি ভাই শঙ্কা
রক্ত ছুটাও, বিষাণ বাজাও, বাজাও রে আজ ডঙ্কা।
শপথ ধরে ভীমের মত
দুঃশাসনে কর হত
রক্ত মেখে সকল গায়ে ছুটাও ওদের সংজ্ঞা।
রক্ত ছুটাও, বিষাণ বাজাও, বাজাও রে আজ ডঙ্কা।

(১২)

দ্রৌপদী আজ মান করেছে ভাঙ্‌তে হবে মান।
দিতে হবে আজ্‌কে তারে প্রতিশ্রুতির দান।
তাহার বেণী বাঁধ্‌তে হবে
বাইরে এস পাণ্ডব সবে
গাণ্ডীবী আজ গাণ্ডীব ধরে ছিলায় মার টান
দ্রৌপদীকে দিতে হবে আজ প্রতিশ্রুতির দান।

(১৩)

গোটা কয়েক প্রাণ যদি যায় কুণ্ঠা কিবা দানে।
বাঁচ্‌তে হ'লে বাঁচ্‌তে হবে আপন মানে মানে।
তাই রে বলি আজ
পর বীরের সাজ
আকাশ ভ'রে জাগাও ধ্বনি প্রতিহিংসার গানে।
হিন্দু, গগন পানে উড়াও তোমার বিজয় নিশানে॥

আহ্বান (প্রবীর)

জাগো জাগো আজ যে আছ যেখানে
ভাঙ্গ আলসের ঘোর।
কেঁদো না কেঁদো না ওহে দুর্ভাগ্য
মুছ নয়নের লোর।
কে তুমি যুবক মুগ্ধ নয়নে
চাহি প্রেয়সীর মুখে।
ঊষা আসে ঐ কিরণ ছড়ায়ে
স্বপন দেখিছ সুখে।
এস আজি মাতা কল্যাণময়ী
হৃদয়ে পীযুষ ধারা।
কটীতে পরাও কটীর বন্ধ
হস্তে শানিত খাঁড়া।
সন্তানে তব পাঠাও জননী
সমর আলিঙ্গনে।
পার্থ তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
কৃষ্ণ সারথী সনে।
কেন তুমি আজ এখনও নীরবে
বীরের পুত্র বীর ?
নাহি কেন তব বীরের সজ্জা
নয়নে কেন হে নীর ?

ভেঙ্গে ফেল আজ সুখের স্বপন
চেয়ো না গো আপনে।
পার্থ তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
কৃষ্ণ সারথী সনে।
আজ পাঞ্চজন্য হাঁক্ দিয়েছে
যুদ্ধ দিতে হবে।
পেতে যদি চাও অমর কীর্ত্তি
অক্ষয় যশ ভবে।
এস তবে আজ বাহিরিয়া এস
ছিঁড়ি বাঁধনের ডোর।
ভেঙ্গে ফেল আজ সকল জড়িমা
ছুটাও তন্দ্রা ঘোর।
এস হে যুবক, এস হে বৃদ্ধ
এস নারী গুণবতী
এস আজ শিশু মাতার অঙ্ক
ছাড়ি অতি দ্রুতগতি।
কোন বাধা ভয় মানিও না তুমি
ফিরিও না পিছনে।
পার্থ তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
কৃষ্ণ সারথী সনে॥

ভুল

মৃত্যু ডঙ্কা বাজে—

অযুত ভ্রাতা রক্ত রঞ্জিত মরু প্রান্তর মাঝে।
দূরে ও নিকটে শুধুই কেবল
মত্ত রণের ধ্বনি।
যোদ্ধা মেতেছে রণের রঙ্গে
অস্ত্রের ঝন্-ঝনি।

মোল্লা ডাকিয়া কহে—

আল্লার কাজে মরিবারে আয়, বৃথাই সময় বহে।
ধর্ম্ম-অন্ধ অজ্ঞ যতেক
গ্রাম্য কৃষক গুলি,
ত্যজিয়া লাঙ্গল, দৃঢ় হস্তে
বর্শা লইল তুলি।
অজ্ঞ তাহারা ভালর মন্দর
বিচার নাহিক জানে।
মোল্লার ডাকে ধর্ম্মের ছলে
মৃত্যু ডাকিয়া আনে।

হেথা, সন্ন্যাসী কহে ডাকি—

ধর্ম্মই শুধু সত্য কেবল আর সবি' ঝুটা ফাঁকি।

মৃত্যুর ভয় হিন্দুর ছেলে
কখনও ত' নাহি করে।
অনাদি কালের সময় হইতে
ধর্ম্মের তরে মরে।
দূর তারকার আলোক রেখা
ছাপিয়ে যে কাল জাগে।
ভারতবর্ষ, পুণ্যভূমি
হিন্দুর তারও আগে।

এই মত সব জনা—

ধর্ম্মের নামে পূজে অধর্ম্মে
নিজ কাজে আন্‌মনা।
ঝঞ্ঝার মত পাগল হইয়া
আহত ফণীর মত
নিজের ভাইয়ের বক্ষ পাঁজরে
জাগায় গভীর ক্ষত
হেথা রুদ্রের ক্রোধের বহ্নি
জ্বলিয়া উঠিবে যবে।
নিজেরা নিজেরা করি, কাটাকাটি
পুড়িয়া মরিবে সবে।

সে দিন আগত প্রায়—

লক্ষ মুণ্ড রক্তের স্রোতে ভাসিয়া চলিবে হায়।
মৃত্যু যখন আপনা হইতে
অতিথি সাজিয়া আসে।
সাধ্য কি তায় নিবারে মানব
অশ্রু সাগরে ভাসে।

আসিবে এ কোলাহল—

যবে অযুত নারীর গণ্ড বহিয়া পড়িবে তপ্ত জল।
শেষ হয়ে যাবে সব হাঁকাহাঁকি
কিছুই যখন নাহি রবে বাকি
সবাই যখন আপনে চাহিয়া
দেখিবে গো শৃঙ্খল।
তখন আসিবে এ কোলাহল ॥

মাতৃপূজা

ওমা সবাই তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না।
ওমা তোমার দেওয়া অন্ন বিনে
কেউ যে মোরা বাঁচ্‌ব না।

মূর্খ যাহারা মনে করে তারা
শুধু এ মাটীর দেশ।
মাগো, আমি জানি তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা
নাহি যে তোমার শেষ।
হিমাদ্রি তোমার শিয়রে শোভিছে
বক্ষে বহিছে গঙ্গা।

চরণে তোমার মহা কলরবে
গরজি' সাগর ছুটীছে গরবে
ফেনিলাম্বুরাশি ছুটীয়া চলিছে
লুপ্ত চেতনা সংজ্ঞা।

আটি আটি তব শ্যামল ক্ষেতের
শস্য কাটিয়া নিয়া।
পরিবর্ত্তে তার হায় মা স্বদেশ
শুধুই ঘৃণা দিয়া

অজ্ঞ তোমার সন্তান যত
বিদেশীর পায়ে হয়ে আছে নত।
যাহারা তোমার বুকে করি বাস
নিতি করে অপমান।
আমরা মা তোর ঘুচাব কালিমা
মিলিত কণ্ঠে ডাকিব মা মা
অযুত প্রাণের রক্ত ঢালিয়া
ফিরাব তোমার মান।
ভারত সাগর গরজি উঠিছে
তুলিছে রুদ্র তান।
গর্জ্জনে তার কাঁপিয়া উঠিছে
সকল দেহের প্রাণ।
এবার খুলিব মা তোর হাতের বাঁধন
দেখিব মা তোর মোহন বদন
গাহিব তোমার অঙ্কে বসিয়া
তোমার স্তুতিগান।
আমরা ফিরাব মা তোর মান।

তব ধানের শীর্ষ পুলকে নাচিছে
এসেছে রবির-কর।
অঙ্গনে ঐ দাঁড়িয়েছে বধু

আজি এ নবীন রঙীন্ প্রভাতে
শপথ করিনু তোমার সাক্ষাতে
জীবনে মরণে তোমারে বিনে মা
পূজিব না কারে আর।

আজি হ'তে মাতা তোমার বহন
বহিব আমার শিরে।
বরজিয়া আজ জীবনেরি ভুল
আবার এসেছি ফিরে।
হিমাদ্রি অঙ্কে গহ্বরে গহ্বরে
বর্ষা উঠিছে ডাকি।
তব আকাশ অঙ্কে নিপুন হস্তে
চিত্র কে দিল আঁকি।

তুই মাগো মোর সোণার বরণী
তুমি মা বিশ্বে সবার অগ্রণী
যেন তোমার ও দুটী চরণ নিম্নে
থাকিবারে পাই ঠাঁই।

তোমার ও দুটী চরণ-কমল
আমার গো ত মা শুধু আঁখিজল
লাভ কি জননী মিছে করি ছল
যমার যে কিছুই নাই।

যা ছিল মোদের তোমার প্রসাদে
কাহার এমন ছিল।
দস্যু কাদের এমন করিয়া
নিঃস্ব করিয়া দিল!

ছিল মা মোদের গোলাভরা ধান
সকল বছর রক্ষিত মান
মোদের, অঙ্গন তলে তুলসী মঞ্চে
জ্বলিত ঘৃতের বাতি।

আজি মা তোমার সন্তানগণে
কোন মতে আছে জীবনে মরণে
আজি গো তাহারা নীরবে যাপিছে
তিমিরাবৃতা রাতি।

যেথায় তোমার শস্যক্ষেতের
কাঁচা ধান্যের গন্ধে।
কৃষক প্রাণের আনন্দ লহরী
বর্ষা নাচিত ছন্দে।

আজি গো তথায় বন্যাজলের
মহাপ্লাবন আসি
শূন্য করিয়া বক্ষ তোমার
তাহারা গিয়েছে ভাসি।

একদা যাহারা পৃথিবী শাসিত
বীর পদ ভরে মেদিনী কাঁপিত
আজি গো তাহারা শৃগাল-অধম
শশক মত প্রাণে।

ভুলেছে তাহারা দীপক রাগিনী
ভুলেছে তাহারা স্বদেশের বাণী
আজি গো তাহারা উদর পুরিছে
ভিক্ষা-লব্ধ দানে।

একদা যাহার মন্দির তলে
লক্ষ ভক্ত এসে
দাঁড়াত সেখানে যোড় করি হাত
দীন ভক্তের বেশে।

আজি মা তাহারা ভুলেছে সে বেশ
লাঞ্ছনা তব করিছে অশেষ
দীন ভক্তের বসন ত্যজিয়া
রাজার ভূষণ ধরি'।

তাহারা তোমার করে অপমান
বিহনে তোমার বাঁচিত না প্রাণ
তাহারা তোমারে ভিখ্ করে দান
ভিক্ষা পাত্র ভরি'।

বল্ মা মোদের স্বদেশ জননী
তুই মা জগতে ধন্যা।
আর কত কাল হেট করি শির
থাক্‌বি জগতে ঘৃণ্যা।
দাঁড়াও মা মোর শক্তিরূপিনী
ভীমা-শ্যামা ভয়ঙ্করী।

তব লক্ষ হস্তে লও প্রহরণ
জানাও বিশ্বে তব জাগরণ
(আজ) ছিন্ন করিব সকল বন্ধন
তোরই অভয় চরণ স্মরি'।

রুদ্র মোদের পিছনে জাগিছে
বজ্র হানিছে শিরে।
প্রলয় নাচিছে শিখরে শিখরে
দিঙ্‌মণ্ডল ঘিরে।

লও তুলে লও শানিত কৃপাণ
বাজাও বাজাও বিজয় বিষাণ
মাতার চরণ সিক্ত কর হে

আয় আয় তোরা ভারত সন্তান
কাঁদিছে জননী হয়ে হতমান
আজ ছিন্ন করিয়া সকল বন্ধন
দাঁড়াও মুক্ত পথে।

জননী তোমার আসিতেছে অই
কোথায় রে তোর আয়োজন কই
কোথায় তাঁহার পাদ্য অর্ঘ্য
বহিয়া আনিছ মাথে।

চেয়ে দেখ ঐ নীলাকাশ পানে
জমিয়া উঠিছে মেঘ্‌
মন্দ মধুর মলয় অনীল
থামিয়া গিয়াছে দেখ্‌।

বিশ্ব ভরিয়া আসিছে প্রলয়
ভগ্ন করিবে সকল আলয়
ও তোর সকল সুখে আগুণ জ্বালিয়া
চলিবে অট্টহাসি'

সময় থাকিতে বিচ্ছেদ ভুলি'
মিলিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলি'
এখনও সকলে দেবীর আলয়ে
সমবেত হও আসি।

কথা গেঁথে আর নাই কোন ফল
ছন্দ না দিবে শরীরের বল
আজ, মৃত্যু মন্ত্রে দীক্ষা লইয়ে
উঠ রে মাতারে ডাকি' ।

বিশ্ব তোমার সে গান শুনিয়া
ভীতি ভাবনায় উঠিবে কাঁপিয়া
তব চরণ নিম্নে গর্ব্বিত শির
আপনিই দিবে পাতি' ॥

অপেক্ষায়

গাহিছে কল্ কল্
বহিছে ছল্ ছল্
ঐ তটিনী।
বেলা যে গেল গেল
আয়রে বাজিয়ে মল
রিনিকি ঝিনি।
ওরে তোরা আয় আয়
বেলা যে যায় যায়
ওলো সজনি ;
আজি যে স্বপন ঘোরে
তাঁরে দেখিয়াছি ওরে
মুখে যে শুনিনি তার
কোনই বাণী।
আজি মম সব কাজে
তাঁহার বাঁশরী বাজে
আন্ মনে কেঁদে উঠে
আমার প্রাণী।
আয়রে ভরিগে জল
নদী ডাকে কল্ কল্
চোখ্ মোর ছল্ ছল্
করে সজনি।

ওপারের বনে বনে
কেবলি জাগিছে মনে
বসে আছে মোর তরে
                    কত রজনী।
আমি কি থাকিতে পারি ?
হায়রে অবলা নারী
হয় ত ডাকিছে সে
                    এমনি গ'ণি।
ওলো সখি আয় আয়
বেলা যে যায় যায়
দিন যে বহিয়া যায়
                    শুধুই বৃথায়—
শুধু কি থাকিব আমি
দীর্ঘ দিবস যামি'
তাহারে ভুলিয়া ওলো
                    একাই হেথায় !
পাখীরা ধরেছে তান
আকুল করিছে প্রাণ
ওগো তোরা আন্ আন্
                    আনরে তাঁরে

বসিয়া ঘাটের তলে
আসিয়া জলের ছলে
শুধু আমি চাই ওলো
হেরিতে তাঁরে

আজি মোর বনে বনে
ভ্রমর ভ্রমরী সনে
গাহিতেছে গুন্‌-গুণে
কতই যে গান।

গোলাপ উঠিছে ফুটি
বাঁধন গিয়াছে টুটি
ভ্রমর আসিছে ছুটী
করিবারে পান—

এখনো এলোনা বঁধু
জীবনের যত মধু
শুকিয়ে যায় শুধু
হায়রে পরাণ!

নদী ডাকে কল্ কল্
আয়রে ভরিগে জল
শুধু মোর বৃথা ছল
বৃথাই কেবল।

ওপারে বসিয়া সে
বয়ে আসে বাতাসে
তার বাঁশী সুমধুর
বল্ সখি বল্ ?
এখন (ও) বিফল কাজে
রহিব ঘরের মাঝে ?
আজি তারে প্রাণে প্রাণে
বুঝেছি ওরে ।
বসিয়া সে ওপারে
আমি যে হেথায় প'ড়ে
মাঝে নদী খর খর
রুধিছে মোরে ।
যদি নাহি পাব তারে
বিসর্জ্জিব আপনারে
তার গান গেয়ে গেয়ে
এই যে জলে ।
ওগো তোরা আয় আয়
বেলা যে যায় যায়
বৃথা বাজে পায় পায়
রিনিকি মলে ॥

নারী।

[১]

এস বালিকা অধরপ্রান্তে টেনে সুধা হাসি,
বেণীর দোলায় দুলিয়ে আন ব্যর্থ প্রেমের ফাঁসি।
অকারণে আস্‌ছ ভেসে এই কথাটা ভাব্‌ছ কেন ব'সি।
কটাক্ষে তোর ইন্দ্র তপন্ পড়্‌বে ধরায় খ'সি।

[২]

ভাব্‌ছ তুমি ব্যর্থ তোমার নারীর জনম হবে।
ব্যর্থ ও নয় এই কথাটা জেনেই রাখ তবে।
যাহাকে আজ সফল ভেবে চল্‌ছ জীবন পথে,
সে সকলই আস্‌বে তোমার ব্যর্থতারি রথে।

[৩]

স্বপ্নলোকের ছায়া তুমি বসন্তেরি রাণী,
তোমার মাঝে প্রাণ লভেছে ধরার যত প্রাণী।
বক্ষে তোমার লুকিয়ে আছে জগতজোড়া মধু।
ব্যর্থ তোমার নারীর জীবন বলছ কেন তবু।

[৪]

তোমার কাছে হার মেনেছে সৃষ্টিপতির বাণী।
তাঁহার যত ফুরিয়ে গেছে সকল তোমায় দানি।
কেউ ত' তাই শ্রেষ্ঠ মানে বয়স ষোল যখন।
কেউবা বলে মাতার রূপেই মানাও মনের মতন।

[৫]

ভোরের বেলায় শেফালি তলায় আঁচলখানি
টোকর ক'রে নিয়ে,
মন্দ মধুর বইছে হাওয়া একটুখানি শীতের পরশ দিয়ে।
অলক নিয়ে কর্‌ছে খেলা বাতাস যখন আলো,
কেউবা বলে সেইটাই তোর সবার চেয়ে ভালো।

[৬]

এমনি ক'রে যে ভাবেই তোর যে দিগ্ দিয়ে চাই,
আমার কাছে মধুর লাগে তোমার সকলটাই।
তাই বলি মুছ আঁখিজল কান্না ত্যজ ধনি,
জগত তোমার পায়ের নীচে দেখনা চেয়ে মণি।

[৭]

আঁচলখানা উড়িয়ে দিয়ে সম্মুখে তুই দাঁড়া।
বিশ্ব তোমায় জড়িয়ে আছে ওরে বিশ্ব-ছাড়া।
অলকগুলি ছড়িয়ে ফেল সোণার আভা মেখে।
বালারুণটী হাস্‌ছে দেখ তোমার ও রূপ দেখে।

[৮]

হাসিতে তোর ফুটিয়ে তোল্ দীপ্ত ঊষার আলো।
চক্ষু দুটী কি মনোরম! কেমন কাজল কালো।
নারী তোমার এ রূপ নিয়ে বোলো নাকো আর,
ব্যর্থ জনম, শুধুই ব্যর্থ ও রূপ হবে তোমার ;

[৯]

পুরুষ সে ত' প্রলয় দিনের সেই ধাতেতে গড়া,
ভোগের তরে চাইছে শুধু বাঁধ্‌তে বিশাল ধরা।
তুমি নারী চক্ষে তোমার স্নেহের কাজল মাখি,
চাইছ তারে আপন মাঝে বক্ষে চেপে রাখি।

[১০]

পুরুষ বক্ষ ভরে যখন খুনের বাঞ্ছা চাপে,
রুদ্ররোষে যখন তাহার এই ধরাখান কাঁপে।
নারী, তোমার পরশ বিনা কেউ কি বাঁচে কভু?
ব্যর্থ হবে জনম তোমার বল্‌ছ কেন তবু।

[১১]

নারী তোমার ও রূপ নিয়ে দাঁড়াও এসে আজ,
বিশ্বে তোমার ডাক পড়েছে, আস্‌ছে বহু কাজ।
মাতার রূপেই এস কিম্বা যে রূপ লাগে ভালো,
সেই রূপেই নারী তুমি জগত কর আলো।

[১২]

সফলতা লুকিয়ে থাকে ব্যর্থতারি মাঝে,
এইটে শুধু স্মরণ রেখ তোমার সকল কাজে।
ঠোঁট্‌টী চেপে দাঁতের মাঝে বল্‌বে যখন বাণী,
বিশ্ব তখন অবাক্ চোখে রইবে চেয়ে রাণী।

———

শীত।

সাদা মেঘখানি সরিয়া গিয়াছে
নীলাকাশ দেখা যায়।
সারস্ আজিকে হয় না ব্যাকুল
সারসীরে দেখে হায়!
বিলের বক্ষে ফোটে না কমল
তরুণী বক্ষে আশা।
নদীর বক্ষে হয় না দৃষ্ট
"সদাগরীগুলি" ভাসা।
কুসুম গন্ধে ব্যাকুল হইয়া
ভ্রমর আর না গুঞ্জে।
তরুণ তরুণী মিলিত হইয়া
আর না বসে গে' কুঞ্জে।
নিশ্বাস আজি বিবর্ণ মুখ
জলভরা চোখ দুটী।
হেমন্ত চল্‌ছে দক্ষিণ পথে
উত্‌রা আসিছে ছুটী।

* * * *

কুটীর দুয়ারে ছেঁড়া কাঁথাখানি
জড়ায়ে শীর্ণ গায়।
উবু হয়ে বুড়ি ঠক্‌ঠকি কাঁপি
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করি চায়;

ওগো হিমালয় কেন গো নিদয়
হেথা আমি মরি শীতে।
নিশ্বাস আর ত্যজিও না তুমি
কণ্ঠ ভরিছে গীতে !!

* * * *

দূরে গাছতলে কে ওই রমণী
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি'।
ছেলেপিলেগুলি ব'সি চারিদিকে
শীতেরে পাড়িছে গালি।
কোনমতে গায় দিয়াছে টানিয়া
লালপেড়ে শাড়িখানি।
অগ্নির তাপে লালিমা ধ'রেছে
যুবতীর দেহখানি।

* * * *

ধূলা'পরে প'ড়ি শেফালি বালিকা
উদাস নয়নে চায়।
গেছে চলি রূপ, গেছে সে যৌবন
আজি করে হায় হায়।

তরুণ বয়সে কোমল অঙ্গ
জানে না ত কোন ব্যথা।
মদিরা-সিক্ত ঠোঁটের পরশে,
হেঁট করি আছে মাথা।

ভালয় মন্দয় দুয়ের মিলনে
জগৎ সৃষ্টি হয়।
তাইত' হাসিছে নব দুর্ব্বাদল
শেফালিকা মূরছয়।

শিশির-সিক্ত কলুষ পরশে
দুর্ব্বা বালিকা হাসে।
মাতাল আজিকে ছড়ায়েছে মদ
বর্ষা-পূর্ণ ঘাসে।

কেহ বা সৃষ্টে পরাণ ঢালিয়া
কেহবা ভাঙ্গিয়া যায়।
কেহ বা হাসিছে অট্টহাস্তে
কেহ করে হায় হায়।

জগৎ-জন্ম দিবস হইতে
চলিছে এমন ধারা।
কবি ব'সি ভাবে গালে দিয়া হাত
আপনি আপন হারা!

* * * *

পূব-আঙ্গিনায় আলস ত্যজিয়া
রাঙা চেলি পরা বধূ।
সলজ-হাস্তে ঘোমটা টানিয়া
কক্ষে কলসী-মধু।
ধীরে ধীরে বধূ বাহির হইল
কুটীর দুয়ার ঠেলি'।
জগত রহিল অবাকে চাহিয়া
সকল চক্ষু মেলি'।
বিজন নীরব গাম-পঁথখানি
অলস ভুজঙ্গ মত।
শিথিলিয়া তার বিশাল শরীর
নিশ্বাস ছাড়ে কত!

সারাটি দিবস শিকারে ফিরিয়া
নিশীথে সাথীর সঙ্গে !
খেলা ক'রি তার ক্লান্ত অবশ
ঘর্ম্ম বহিছে অঙ্গে।

*　　*　　*　　*

আমের বনের ফাঁকে ফাঁকে
ক্লান্ত রবির কর।
চপল শিশুর পায়ের তলে
পাতার মড়্‌মড়্‌।
গ্রাম্য বধূর নরম হাতের
বাসন মাজার রব।
আঙিনাতে ভোরের বেলায়
কাকের কলরব।
এসব মিলে ভুলায়ে দিলে
শীতের দেওয়া দুখ।
হোক্ না যতই দেহের কষ্ট
মনের এই ত' সুখ !

নদী।

কোথায় চলেছ তুমি চির গতিশীলা,
সৃষ্টির আদিতে ওগো কে তোমা সৃজিলা ?
তোমারে পরাণ দিল কোন্ চিত্রকর ?
গতিশীল, ভাবময়, হে শান্ত সুন্দর !
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে হে চির চঞ্চল !
মৌন কর ক্ষণ তরে তব কল্‌কল্।
উচ্ছ্বসিত বক্ষে তব শত উর্ম্মিদল
স্তব্ধ কর ক্ষণ তরে, তোমার সমল।
জলরাশি হৌক শান্ত ; হৌক শান্ত ধীর,
দূর ক'রে ধূলিকণা অমল কর হে তব নীর।
যতক্ষণে ক্ষান্ত কর তব গতিক্রিয়া,
ততক্ষণে নেহারিব মন প্রাণ দিয়া।
তোমার ঐ উচ্ছ্বসিত বক্ষ মাঝে আজ,
কী সুর তুলিয়া দিছে স্বর্গ অধিরাজ।
হানি শত নয়নের কটাক্ষ প্রবল,
তোমারে করেছে এত আবেগ চঞ্চল।

কী কথা তোমার মাঝে গুমরিয়া ফিরে,
যাহে তুমি চলিতেছ আবেগে অধীরে।

একেবারে আপনারে বিসর্জ্জন দিয়া,
কোন্ গানে ভরপূর আজ তব হিয়া ?
বলে যাও করিও না আমারে বিমুখ
এই কিহে পরিতৃপ্তি এই কিহে সুখ ?
এ জীবনে যত কিছু চলে যাওয়া বহে যাওয়া সার
আর কি হে শূন্য সবি—ব্যর্থ সবি একান্ত অসার।
বলে যাও বক্ষে ক'রে শত ঊর্ম্মিমালা
নীরবে ভিতরে তব কি দহিছে জ্বালা।
যাহে তুমি ক্ষণতরে শান্তি নাহি পাও,
(হে চির ব্যথিত) !
কি ব্যথা তোমার বুকে যাও বলে যাও !
অথবা কি প্রভাতের নির্ম্মল বাতাসে
তোমারে করেছে পূর্ণ আবেগে, উল্লাসে ?
তাই তব হৃদিমাঝে ও কল্লোল ধ্বনি
কান্না নহে ; সঙ্গীতের অপূর্ব্ব বাখানি !
অথবা কি দূর হ'তে প্রাণাধিক তব
তোমারে করিছে পূর্ণ নিতি নব নব
সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ? নূপুরের গুঞ্জন
তাই কি সে কলতানে করি গো শ্রবণ ?
কী গানে তোমার বক্ষ পূর্ণ করে নাও।
হে চিরসুন্দর ! ওগো যাও বলে যাও ॥

ঝর্ণা।

[১]

বিদায় মাগি, বিদায় মাগি, 'বিদায় মাগি আজ
স্মিত হাস্যে দাও মেলানি ওহে নগাধিরাজ।
ক্ষান্ত রহ উর্ম্মিমালা ক্ষান্ত রহ ক্ষণে ;
পিতার পদে বিদায় আমি মাগি ততক্ষণে।
ফোঁস্ ক'রে কেন উঠ্‌ছ বাছা একটুখানি রহ।
কিসেই তুমি উতলা এত তাই আমারে কহ।

[২]

বিদায় মাগি, বিদায় মাগি, বিদায় মাগি আজ
অজানার আজ ডাক্ এসেছে রইছে বহু কাজ।
আহা গাছপালা কেন এমন ক'রে জড়িয়ে ধরিস্ মোরে
তোদের যে আজ ছাড়্‌তে হবে ছাড়্‌তে হবেই ওরে।
সবাই কেন এমন ক'রে আমার পানে চাহে।
জানা অজানা কতই যেন আমার কানে কহে।

[৩]

পাহাড় পিতা চুপ করে কেন ? বিদায় দেহ মোরে
কষ্ট ? কষ্ট আমার ও কিছু না, কেবল তোমায় ছেড়ে।
যেতেই মনটা আমার কেমন করে জানি।
ও কিছু নয়, ওরে আমি মোটেই নাহি মানি।
রইতে নারি, রইতে নারি, রইতে নারি আর।
আজ যে আমার বিদায় পালা সাগর-অভিসার।

] ৪]

আটকাতে চাও ? পার্‌বে নাকো, পার্‌বে নাকো কভু
দূরের বাণী ডাক্‌ছে আমায়, বাঁধ্‌ছ কেন তবু।
পাহাড় ও ত' তুচ্ছ কথা জগত যদি এসে
মুক্তির পথ বাঁধ্‌তে দাঁড়ায় যাবেই যাবে ভেসে।
ক্ষান্ত রহ ঊর্ম্মিমালা ক্ষান্ত রহ ক্ষণে,
পাহাড় কাছে বিদায় আমি মাগি ততক্ষণে !

[৫]

পিতা, তোমার স্নেহের-কোণে খেল্‌ছে অবিরত
যৌবন তার এসেছে আজ বাল্য তাহার গত।
বাঁধ্‌তে তুমি চাও তাহারে স্নেহের জালে ঘিরে।
ও ত' বাধা, শিকল বেড়ী ; মুক্তি হ'ল কিরে।
বাঁধন-হারা অনন্ত আজ ডাক্‌ দিয়েছে যারে।
সাধ্য কাহার চলার-পথে রাখ্‌বে ধ'রে তারে।

[৬]

বিদায় দেহ শুক-শারী আর সাধের চখা-চখি।
বিদায় দেহ আজ আমারে তুমিও বন-সখি।
খেল্‌ছি কত, গাইছি কত সবার সাথে মিলে,
নিত্য নূতন কতই সুরে পরাণ ভরি দিলে।
তাই ব'লে কি বাঁধন মাঝে পা বাড়াব আর ?
থাক্‌তে নারি, সেই অজানা ডাক্‌ছে বারেবার।

[৭]

বন-বনানী বন-বনানী যতই তোমার লতাপাতার ডোরে
পাহাড়তলে আঁধার গুহায় বাঁধ্‌তে চাহ মোরে।
তুচ্ছ তোমার ও আবরণ
মুক্তিতে যার ভ'রেছে মন
সে কি কভু রইবে বাঁধা তুচ্ছ তোমার শিকড় বেড়ীর জালে
কখ্‌খনো না ; আপনি কখন মুচ্‌ড়ে পড়্‌বে কালে।

[৮]

চলনু আমি, চলনু পিতা, চলনু আপন পথে
বিদায়কালে চরণরেণু যাচ্ছি নিয়ে মাথে।
ক্ষমা তোমার কর্‌তে হবেই যতই আমার দোষ।
যাবার পথে হবেই যেতে যতই কর রোষ।
কল্ কল্ কল্ উর্ম্মিমালা খেল্‌ছে কেমন দেখো।
নিষ্ঠুরতা ওদের বাঁধা ; এই মিনতি রেখো।

[৯]

আনন্দে মোর অঙ্গ কাঁপে বক্ষ উঠে ফুলে,
পাখীরা আজ কী গানই না গাইছে দেখ কূলে।
কালো বরণ মেঘখানা ঐ উপর হ'তে মোরে
আশীর্ব্বাদের শীতল কণায় ঘির্‌ছে দেখ ওরে।
গর্জ্জ কেন বৃথাই পাথর গর্জ্জ কেনই রোষে।
অপরাধী ত' তোমার কাছে নইকো কোনই দোষে।

[১০]

দূর হ'তে ঐ গানের সুরে ডাক্‌ছে সে যে মোরে।
আর কি হেথায় বদ্ধ রব তোদের মায়ার ডোরে?
নীল আকাশের অধর কোণে উঠ্‌ছে ফুটে হাসি।
দূরের কোণে অবিশ্রান্ত বাজ্‌ছে কেবল বাঁশী।
সকল বাঁধন দ'ল্‌বরে আজি তুচ্ছ উপেক্ষায়।
কে যা'বিরে সুমুখ পানে আমার সাথে আয়।

অতিথি।

কোন্ অতিথি অঙ্গনে মোর
ডেকে গেল মোরে
গভীর রাতে ডাক্‌ল মোরে
আধা-ঘুমের ঘোরে।

জ্যোৎস্নামাখা বসন প'রে
গাঁদা ফুলের ঝাড়্।
র'ইল চেয়ে পলক-হারা
মুখের পানে কার?

হাত ইসারায় ডাকিল সে মোরে
এসো সখি এস বলি।
প্রভাত আসিছে, নিদ্রার কোলে
এখনও রয়েছ ঢলি'।

ঘুম যে আমার গেল গো ভাঙ্গিয়া
স্বপন যাইল টুটী।
জাগরণে দেখি আঁধার কাটিয়া
আলো ত' উঠেছে ফুটি।

ডাকিছে পাপিয়া কুহু কুহু তানে
ভরিছে আকাশ কার জয় গানে
স্বপ্নমুগ্ধ আমি শুনি আবাহন
এসো সখি এস বলি।
প্রভাত আসিছে, নিদ্রার কোলে
এখনও রয়েছ ঢলি'।

অতিথি (২)।

হে অতিথি মোর, এসেছ এ ঘোর,
বাদল ভরা আঁধার দিনে।
কী দিয়ে যে হায়, পূজিব তোমায়,
কোন্ আলোকেতে লইব চিনে।

আসিয়াছ আজ, ওহে মহারাজ,
মেঘে ঢাকা এই বাদল বেলায়।
কেন ফাল্গুনে, অলি গুঞ্জনে,
আস নাই মোর সুখের খেলায়।

আজ, করিয়াছে মেঘ, ঢাকিয়াছে দিগ্,
আলোক নিভেছে আকাশে।
জীবন তপন, হয় বিবরণ,
গন্ধ বহে না বাতাসে।

মোর উপবনে, বিহগ কূজনে,
ঘোষণা তোমার নিমন্ত্রণ।
আজ, ফুটিছে না কলি, গাহিছে না অলি,
করিছে না প্রেম গুঞ্জন।

যে নদী আমার, অতি খরতর,
বয়ে যেত মোর বনের পাশে।
তীরে তীরে যার, যুঁই যুথী আর
শেফালি হাসিত রাতের শেষে।

আজি, তারা গেছে চলি', সব গেছে চলি,
যে যাহার ঘরে ধূসর সাঁঝে।
তুমি, আসিয়াছ আজ, ওহে মহারাজ,
কালো মেঘ ভরা সন্ধ্যাকাশে।

হে অতিথি প্রিয়, তব উত্তরীয়,
হয় বিবর্ণ মেঘের ছায়ে।
তোমার পতাকা, কি দিয়ে যে আঁকা,
পারি না পড়িতে ঝড়ের ঘায়ে।

তবে, রহ ক্ষণকাল, ওহে মহাকাল,
যাবৎ আবার জ্যোৎস্না আসে।
নহে, এইটুকু থাক, তোমার চিহ্ন
পড়িবারে পারি বিজলি হাসে॥

রবি-বন্দনা।

তুমি বিশ্বের বন্দিত কবি বঙ্গের তুমি গৌরব।
আমোদিত আজি হেরি দশদিশি লভিয়া তোমার সৌরভ
বিশ্ব-সভার স্বপ্ন-আসরে যে গান গাহিলে সন্ন্যাসি।
উপনিষদের সকল ব্যাখ্যা মরমে উঠিল উদ্ভাসি'।
গীতাঞ্জলির অঞ্জলি দানি' পূজন করিলে যেই জনে
নাহি জানি হায় তোমার তোষণ করিবেন তিনি কোন্ ধনে।
বাঙ্গালীর ধন, বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালা মায়ের "সোনা"।
কী দিয়া তোমার করিব পূজন কী গানে করিব বন্দনা।

বিশ্ব-বাণীর মন্দির তলে শ্রেষ্ঠ আসন মাঝে
তোমার স্বর্ণ-বীণার স্বপন-সুরটী পুলকে রাজে।
আর ত' হে কভু নহি মোরা ছোট তব মহিমার গৌরবে।
আমাদেরও শির উঠিছে জাগিয়া বিশ্ব-ভাষার-নভে।
পূর্বাকাশে তব উদয়ের কাল পশ্চিমে পড়ে ঢ'লে।
স্বর্ণ-রবির সোনার কিরণ ছড়ায়ে পড়িছে গ'লে।
তুমি আমাদের প্রাণের দেবতা বাণী উপাসক বীর।
তোমার ও দুটী চরণ নিয়ে নন্দিত করি শির।

তব সাধনার পুণ্য পরশে ভাষায় পেয়েছে প্রাণ।
বাঙ্গলা কাব্য মরণ জিনেছে লভিয়া তোমার দান।
আমরা মূর্খ, আমরা অজ্ঞ, কী বুঝিব তব ভাষ্য।
এত যে মহান্ তবু ত কখন পাওনি পূজন ন্যায্য।
লভিতে জনম স্বাধীন জগতে তোমারে করিয়া শিরে
নৃত্য লীলায় মাতিত তাহারা বাণী-মন্দির ঘিরে।
তোমার পূজার পুষ্পপাত্র বহন করিয়া ওরে।
পুষ্পবিহীন পাত্রই শুধু হাস্য করিছে মোরে।

যদিও তুচ্ছ, যদিও ক্ষুদ্র, অপূর্ণ এই বাণী।
তোমার করুণা লভিতে বিমুখ হবে না যে তাহা জানি।
বাঙ্গালীরে তুমি যে দান দানিলে তাহারি দৃপ্ত গরিমায়।
জগৎ-দৃষ্টি পড়ে তার'পরে স্মরিয়া তোমার মহিমায়।
যত তারকায় লভেছে কিরণ বিস্মিত তব কিরণে।
রবির উদয়ে পশিছে আলোক তিমিরাবৃত গুহা-বনে।
তুমি আমাদের জাতির গরিমা তুমি মোদের পূজ্য গো।
জানাই তোমায় হৃদয়-ভক্তি লহ পরাণের পুষ্পার্ঘ্য ॥

ঊষা।

ঐ সরসীর শীতল জলে সিনান করি তুমি
পাতলা বসন জড়িয়ে আছে গৌর দেহটী চুমি'
উঠ্‌লে তুমি দেবীর মতন সলাজ হাসিমুখে
চাইলে মধুর সুখে।

কক্ষে দোলে কণক কলস সলিল মাঝে ভরা
অলক বেয়ে পড়্‌ছে ফোঁটায় শীতল জলের ধারা।
শান্ত মধুর নয়ন দুটী বয়ান মাঝে ফোটে
ভ্রমর যেন পদ্ম'পরে লোটে।

ওপারেতে গাইছে পাখী বেতের বনে বসি'
তোমায় দেখে কণ্ঠ হ'তে গান পড়ে ওর খসি'
আস্‌মানে ঐ ঘোমটা পরা চাঁদ যে উঁকি মারে
আস্‌ছে আলোক বিশ্ব-মাতার দ্বারে।

এখন' যে রাতের আঘাত মিলায়নি ওর বুকে
তবুও যে ও বইছে শিরে মৌন শান্ত মুখে।
দুঃখের নিশা হারিয়ে দিশা পালায় যেন ত্রাসে
তাই কিরে চাঁদ হাসে?

অঙ্গে তোমার আব্ছা রংয়ের পাত্‌লা বসনখানি
আপনাকে তার নিকাশ ক'রে দীপ্ত তনুখানি
জগৎ চোখে ধরে তুলে নগ্ন তোমার দেহে
বিশ্ব-মাতার গেহে।

আঁধার ভরা নিশার কোলে শিশির ভেজা ঘাসে
লুকিয়ে ছিলে আপনাকে যে অন্ধ-গুহার মাঝে।
নিশিথিনীর ব্যথার আঘাত পাওনি কি হে বুকে
অথবা কি বইছ তাও সুখে?

কোন্ পাগলের অর্থবিহীন ব্যর্থ গানের সুর
চেতন জাগায় বক্ষে তব আঁধার করি দূর?
এত কালের সকল বাঁধন সব জড়িমা ত্যজি'
হৃদয় জাগে আজি।

ধরণী আজ বরণডালা সাজায় তোমার তরে
রাণীর মত ক'রে তোমায় সাজিয়ে নেবে ঘরে।
আশাতে তোর আঁধার ঘোচে কণ্ঠে জাগে বাণী
ও মোর উষারাণী।

ক্ষণেক দাঁড়াও দিন রাতের আলোক আঁধার মাঝে
জীবন কর সুফল ওগো যাবৎ আবার সাঁঝে
মৃত্যু আসে শেষের বাণী বল্‌তে তোমার কানে
বরিতে তোর প্রাণে।

অপরিচিতা।

তোমার তরে পরাণ কাঁদে মোর।
কী যে ব্যথায় সকল নিশিভোর।
হে মোর অপরিচিতে! হে মোর বাঞ্ছিতা!
হে মোর সোণার স্বপন! চির আকাঙ্খিতা।
কর্ম্মভারে ভারাক্রান্ত দেহ মনে মম
কী বাসনা, কী আকাঙ্খা জাগে অনুক্ষণ।
নাহি জানি কিবা চাই পেতে কি হারাতে।
না পারি বুঝিতে এই বাসনা কোনমতে।
মিলনের লাগি আজ তৃষাতুর হৃদিখানা কেঁপে
ইচ্ছা করে সারাক্ষণ রাখে বক্ষে চেপে
তোমার ঐ ফুল্ল, পূর্ণ, ঢল ঢল আঁখি দুটী
বাসনার নাহি ক্ষয়; দূরে ঐ নভে চায় দুটী
আপনার দাহভরা ব্যথাভরা গাত্র বেদনায়।
মিলনের কত দূর? আরো বাকী কত যুগ হায়

[৫২]

অত করুণ নয়নে কেন চাও ?
আমার মাঝারে কী তব বাসনা
সঙ্কোচ ত্যজি বলে দাও।
হাত ধরে মোর চাহ কি ঘুরাতে বিশ্বে
বিলাবারে চাহ সম্বল ছাড়া নিঃস্বে
কী তোমার সাধ বলে দাও।
মালাগাছি তব চাহ কি পরাতে কণ্ঠে
আঘাত করিতে চাহ কি তীব্র কণ্টে ?
কী তব বাসনা মোরে কও।
অত ম্লান আঁখি পাতে কেন চাও ?
যাহা সাধ তব করে লও মোরে দেবী
মোর সাধ শুধু আজীবন ভরে সেবি
তোমারি যুগল রাঙা পাও !

শিল্পে তোমার বল কিবা দিবে শিক্ষা
প্রার্থীরে তব কি দিবে গো বল ভিক্ষা
যা দেবার দেবী আজি দাও।
মালাগাছি যবে হইবে শুষ্ক শীর্ণ
কণ্ঠ আমার ব্যথা ভারে হবে দীর্ণ
ভগ্ন হইবে খেয়া নাও—
দুটী আঁখি মোর হারায়ে ফেলিবে দৃষ্টি
আঁধার আমার ঘিরিয়া ফেলিবে সৃষ্টি
সেদিন তরীতে পড়িবে কি তব রাঙা পাও ?
আমার মাঝারে কি খুঁজিছ তুমি
বলে দাও ওগো বলে দাও ॥

কাল-পরাজয়

(পুরাণ কাব্য)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

আশ্বিন সন ১৩৩২ সাল

মূল্য ॥০ আনা।